নাজিম হিক্‌মতের কবিতা

অনুবাদক
সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ঈগল্‌ পাব্‌লিশিং কোং
১১।বি, চৌরঙ্গী টেরাস, কলিকাতা-২০

, চৌরঙ্গী টেরাসের শ্রীশক্তি প্রেস থেকে বীরেন সিমলাই
কর্তৃক মুদ্রিত এবং [illegible], চৌরঙ্গী টেরাসের ঈগল্
পাব্লিশিং কোং থেকে ধীরেন রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম

এপ্রিল

দাম দেড় টাকা

নাজিম হিক্‌মত

নাজিম হিকমত শুধু তুরস্কের এ শতাব্দীর সব থেকে প্রিয় কবিই নন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে একজন। বিশ্বশান্তি সংসদ সম্প্রতি তাঁকে 'শান্তি পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করেছে।

নাজিম হিক্‌মতের জন্ম ১৯০২ সালে। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে সাহিত্যে তাঁর হাতেখড়ি। তারপর সারাটা জীবন তিনি সমানে লিখেছেন; শুধু কবিতা নয়, শুধু একাধিক মহাকাব্যই নয়—তিনি লিখেছেন বহু নাটক, বিদ্রূপাত্মক রচনা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, চিত্র-নাট্য, সাংবাদিক লেখা।

নাজিম হিক্‌মতের জন্ম সম্ভ্রান্ত বংশে হলেও তাঁর জীবন প্রথম থেকেই তিনি উৎসর্গ করেছিলেন দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মুক্তি সংগ্রামে। পরে এক আত্মজীবনীতে তিনি লিখে-ছিলেন, "আমার ঠাকুর্দা ছিলেন একজন পাশা, আমার বাবা ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আর আমি নিজে হলাম কমিউনিস্ট।"

১৯১৮ সালে কিয়েলে জার্মান নৌ-বিদ্রোহীদের সঙ্গে তুরস্কের যে কয়েকজন সিপাহী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিলেন তাঁরা মার্কস্‌বাদী ভাবধারা নিয়ে দেশে ফেরেন।

১৯১৯ সালে নাজিম হিক্‌মত যখন নৌবাহিনীর অফিসারের পদে শিক্ষানবীশ ছিলেন, সেই সময় নৌবিদ্রোহে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। ফলে, তাঁকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। এই সময় তিনি সদ্য বিপ্লবোত্তর রুশদেশে যান।

কিছুদিন পরই তিনি দেশে ফিরে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া জাতীয় বিপ্লবে অংশ নেন এবং তাঁর কবিতায় গ্রীসের আক্রমণকারীদের দেশের বুক থেকে বিতাড়িত করবার জন্যে জ্বালাময়ী আহ্বান জানান। এই জাতীয় আন্দোলনে তিনি বামপন্থীদের দলভুক্ত ছিলেন। বিপ্লবী সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ ক'রেও তাঁর লেখনী কখনও ক্ষান্ত হয়নি।

দ্বিতীয় দশকের শুরুতেই দুবার তিনি রুশদেশে যান। ১৯২২ সালে, মায়াকভস্কির সঙ্গে মস্কোতে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। জনসাধারণের কাজে কেমন করে নিজেকে ঢেলে দিতে হয়, সে শিক্ষা তিনি তাঁর কাছ থেকে পান।

সেই সঙ্গে কবিতায় নতুন আঙ্গিক, অভিনব চিত্র, বিশেষণ আর উপমা ব্যবহারেরও পথনির্দেশ পান।

১৯৩৭ সালে হিক্‌মত কারাগারে বন্দী হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবের প্ররোচনা দিয়েছেন। প্রথম দফায় সামরিক আদালতে ১৫ বছর ও দ্বিতীয় দফায় নৌবহরের আদালতে তাঁর ২০ বছরের সাজা হয়। এ যাবৎ বিভিন্ন অভিযোগে হিক্‌মতের যে পরিমান সাজা হয়েছে, তা একত্রে যোগ করলে দাঁড়ায় ৫৬ বছর জেল—তাঁর নিজের বয়সের চেয়েও অনেক বেশী।

বন্দী হিক্‌মতকে একটানা তিন মাস কাটাতে হয় চার ফুট চওড়া, ছ'ফুট লম্বা এক নির্জন কারাকক্ষে। পরে তাঁকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাতে হয় জাহাজের রুদ্ধদ্বার পায়খানায়। পরে যখন তাঁকে আনাতোলিয়ার জেলে বন্দী করা হয়, তখন তিনি বন্দী কৃষকদের সংস্পর্শে আসেন। তাদের মারফত তিনি বাইরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন এবং তাঁর জেলের মধ্যে লেখা কবিতাগুলি বাইরে পাঠাতে থাকেন।

দীর্ঘ তের বছর জেলে কাটানোর পর বছর দুই আগে দুনিয়া-জোড়া আন্দোলনের চাপে অসুস্থ শরীরে নাজিম হিক্‌মত কারামুক্ত হন।

কিন্তু মার্কিনের গোলাম তুরস্কের শাসকশ্রেণী তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। এই অবস্থায় হিক্‌মতকে বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়তে হয়। শাসকশ্রেণীর সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে হিক্‌মত তাঁর দেশবাসীর কাছে আজও তাঁর উদাত্ত আহ্বান পৌঁছে দিচ্ছেন। কয়েক মাস আগে বার্লিনের যুব উৎসবের সময় এক সাক্ষাৎ-কারে তিনি বলেছেন : "আমার সামনে একটিমাত্র লক্ষ্য—আমার দেশবাসীর স্বাধীনতা। আমি তার জন্যে সমস্ত উপায়ে লড়াই করেছি—কখনও শান্তি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে, কখনও বেআইনী আন্দোলনে অংশ নিয়ে, কখনও জেলে গিয়ে, কখনও কবিতা লিখে।"

হিক্‌মতের কবিতাই তাঁর জীবন, জীবনই তাঁর কবিতা।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

নাজিম হিক্‌মতের কবিতার সঙ্গে আমাদের মাত্র অল্পদিনের পরিচয়। ইংরেজী ভাষায় তাঁর যে কয়েকটি কবিতা তর্জামা হয়েছে, শুধু সেই ক'টি পড়েই আমাদের পিপাসা মেটাতে হয়। কিন্তু তাছাড়াও তাঁর যে অসংখ্য কবিতা আছে, যে কয়েকটি মহাকাব্য আছে—মূল ভাষা না জানায় আমরা তার রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত।

বলা বাহুল্য, এ বইতে যে ক'টি কবিতা আমি অনুবাদ করেছি, তার সবগুলিই প্রায় ইংরেজী থেকে। ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হিক্‌মতের একটি কবিতা-সংকলন থেকে কয়েকটি কবিতা অনুবাদের ব্যাপারে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রণজিৎ গুহের সাহায্য নিয়েছি।

'কলকাতার বাঁড়ুজ্যে', 'আহম্মদ ড্রাইভার' ও 'শেখ বদরুদ্দিনের মহাকাব্য থেকে'—তিনটি পৃথক মহাকাব্যের একেকটি অংশ। 'বাঁড়ুজ্যে' হলেন কলকাতার একজন বিপ্লবী; তাঁকে নিয়ে হিক্‌মত 'বাঁড়ুজ্যে কেন খুন হলেন' নামে একটি মহাকাব্য লিখেছেন।' 'আহাম্মদ ড্রাইভারে'র স্থান তুরস্কের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে। 'শেখ বদরুদ্দিন' তুরস্কের পুবনো যুগের এক গণবিদ্রোহের নায়ক। আদিম সাম্যবাদী সমাজের আদর্শে তিনি ছিলেন অনুপ্রাণিত। সেকালের শাসক শ্রেণীর হাতে তাঁর ফাঁসী হয়।

হিকমতের কবিতা অনুবাদ করতে করতে একটা কথা কেবলই মনে হয়েছে—যদি মূল ভাষায় কবিতাগুলো পড়তে পারতাম। বাংলায় তার অনুবাদ তাতে হয়ত আরেকটু যথাযথ হতে পারত। চেষ্টা ক'রেও হিকমতের কবিতার প্রাণবন্ত সুর বজায় রাখতে পারিনি। সভয় শ্রদ্ধায় ছায়ার মত পায়ে পায়ে চলবার চেষ্টা করেছি। তাতে বহুক্ষেত্রে নিজেরই অজ্ঞাতসারে অনুবাদের মধ্যে আড়ষ্টতা এসেছে। আগাগোড়া কালানুক্রমে কবিতাগুলো সাজানো সম্ভব হয়নি। নাম করণের ব্যাপারে কিছু কিছু ব্যতিক্রম করতে হয়েছে। এসব ত্রুটির কথা জেনেশুনেও আশা করছি, এই অনুবাদ বাঙালী পাঠকের মনে নাজিম হিক্‌মতের কবিতা সম্পর্কে আগ্রহ জাগাবে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

৩১. ৩. ৫২.

সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যা কিছু সংঘাত, সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয়, পরাজয় আর জীবনের ভালবাসা, খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সব ক'টি দিক। সেই হচ্ছে খাঁটি শিল্প, যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেয় না।

কবিতার, গদ্যের আর কথা বলবার ভাষার ভিন্নতা নতুন কবি স্বীকার করেন না। এমন এক ভাষায় তিনি লেখেন—যা বানানো নয়, মিথ্যা নয়, কৃত্রিম নয়; সহজ, প্রাণবন্ত, বিচিত্র, গভীর, একান্ত জটিল—অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা। সে ভাষায় উপস্থিত থাকে জীবনের সমস্ত উপাদান। কবি যখন লেখেন আর যখন কথা বলেন কিম্বা অস্ত্র হাতে নেন—তিনি একই ব্যক্তি। কবিরা তো ভ্রষ্ট নন যে, তাঁরা মেঘের রাজ্যে পাখা মেলবার স্বপ্ন দেখবেন; কবিরা হলেন সমাজের একজন—জীবনের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত, জীবনের তাঁরা সংগঠক।

—নাজিম হিকমত

প্রমিথিয়ুসের ডাক

আমাদের হৃদয়ের ঘাড়ে
তেল-চক্‌চকে
ঝাঁকড়া চুলের বাবড়ি নেই।
পেটে আমাদের জায়গা নেই
না গোলাপের, না বুলবুলের, না আত্মার, না চাঁদের আলোর।
নিশ্চিন্তে তোমার স্ত্রীকে
আমাদের জিম্মায় রেখে যেতে পারো।
আমরা আমাদের কল্‌কেয়
দা-কাটা তামাকের মত
পুড়িয়ে দিই
প্রমিথিয়ুসের ডাক।
অগ্নিস্তম্ভের কাঁধে কাঁধ দিয়ে
রক্তিম দিগন্তে আমরা উন্মুখ হয়ে খুঁজি
অগ্নিময় চোখ।

শয়তানদের জন্যে যেন না মরি

আজ রাত্রে না গেলেও
আগামী কাল রাত্রে
আমি জেলে যাবো।...
আমার অন্তরের একটি পাতাও নড়ছে না
অচৈতন্য ঘুমের মত আমার মন
শান্ত
নির্বিকার।

আমার মন
শান্ত
নির্বিকার ;
কারণ, নবজাত শিশুর মত
নীল আকাশ আমি দেখছি।
কাল
শহরের ময়দানে আমি গিয়েছিলাম
হেঁকে বলেছিলাম :
"আমাদের ভাইবন্ধুদের আমরা যেন না মারি
যেন শয়তানদের জন্যে
না মরি।"

ছাপ

বাতাস
নক্ষত্র
আর জল...
ঘুম
কোন আফ্রিকার স্বপ্নে।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আন্দোলিত
আলোকস্তম্ভের রোশনাই।
আমরা যাই
আর আসি
এই নক্ষত্রের জগতে
যেখানে সব কিছু হারায়
যাকে ছাড়া কিছুরই মুখোস খোলে না।...
নক্ষত্র
জলবক্ষে
বাতাস
কল্লোলিত তরঙ্গরাশি।...
দীর্ঘ কাল
আমি এখানে
কেউ গান গাইছে...

জলকল্লোলের মত
নক্ষত্রের মত
বাতাসের মত।...
মিশ্‌কালো রাত্রি
উজানী নৌকোর মত।

না-ধরানো সিগারেট

আজ রাত্রেই সম্ভবত তার মৃত্যু
তার কামিজটার বুকে দগ্ধ এক বুলেট
আজ রাত্রেই সে গেছে মরবার জন্যে
—সিগারেট আছে? হাত বাড়িয়ে সে বলেছিল;
আমি বলেছিলাম—আছে।
—দেশলাই?
বলেছিলাম—নেই।
বুলেটের আগুনে ধরিও।

সিগারেটটা হাতে নিয়ে সে চলে গেল।
হয়ত এখন সে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে ঘুমোচ্ছে
ঠোঁটে তার না-ধরানো সিগারেট
বক্ষস্থলে ক্ষত।
সে নেই।
শুধু একটা ট্যাড়া চিহ্ন।
সব শেষ।...

১৯৩০

কলকাতার বাঁড়ুজ্যে

চোখে আমার সোনার কৌটার মত আলো-ফেলা
এই নক্ষত্র
যখন প্রথম বিদীর্ণ করেছিল
শূন্যতার
এই অন্ধকার
এই পৃথিবীতে তখন আকাশের দিকে উন্মুখ
একটি চোখও ছিল না।...
নক্ষত্রেরা তখন প্রাচীন,
পৃথিবী নেহাৎ শিশু।

নক্ষত্রেরা দূরে
আমাদের কাছ থেকে
অনেক, অনেক দূরে।...
আর তাদের মাঝখানে কী ক্ষুদ্র আমাদের এই পৃথিবী
একটি কণিকা মাত্র
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি বিন্দু।...

পৃথিবীকে পাঁচ টুকরো ক'রলে তার এক টুকরো
এশিয়া
এশিয়ার অনেক দেশের একটি দেশ
ভারতবর্ষ,
ভারতবর্ষের অনেক শহরের একটি শহর
কলকাতা,
সেই কলকাতার একটি মানুষ
বাঁড়ুজ্যে।

আমার কাছে তোমরা শোনো এই খবর :
ভারতবর্ষ ভূখণ্ডে
শহর কলকাতায়
একটি মানুষের গতিবিধি আজ রুদ্ধ
ওরা শিকল পরিয়েছে এক অভিযাত্রী মানুষের পায়ে।

উজ্জ্বল আকাশের দিকে
আর আমার মুখ তোলবার বাসনা নেই।
নক্ষত্রেরা যদি দূরে থাকে থাকুক
পৃথিবী যদি ক্ষুদ্র হয় হোক
ও সব তুচ্ছ
কি তাতে যায় আসে।...
আমি তোমাদের জানাতে চাই

আমার কাছে
তার চেয়েও বিস্ময়কর
তার চেয়েও শক্তিমান
তার চেয়েও রহস্যময়
গতিরুদ্ধ
শৃংখলিত
সেই মানুষ।

আহম্মদ ড্রাইভার

কী বলছিলাম আমরা, আহিম্মদ, বাছা আমার!
ঢালাইয়ের দোকানগুলো ডানদিকে রেখে
বড়বাজারের দিকে তুমি মোড় নিলে
বাঁদিকের চৌমাথায় বইয়ের দোকান:
ফটিক প্রাসাদের কাহিনী
জেভ্‌দেতের ছ'খণ্ড ইতিহাস
আর "পাকশালার শিল্প"···

পাকশালা মানে রান্নাঘর
অর্থাৎ, খানা পাকানো।
আমি ভালবাসতাম পুর দেওয়া সেই পাটিসাপ্‌টা।
সোনালি একটা ধার অনায়াসে ধ'রে
একগুচ্ছ আঙুরের মত যা তুমি মুখে ফেলতে পারো।

আমাদের আগে আগে চলেছে একদল ঘোড়সওয়ার
এই তারা বাঁয়ে ঘুরলো···
সোজা বড়বাজারে নেমে যাও
ছুতোরমিস্ত্রি, স্যাকরা,
মালাকার···
তুমি হ'লে ইস্তানবুলের ছেলে
নিজে হাতের কাজে ওস্তাদ
তাই ইস্তানবুলের কারিগরদের দিকে তাকিয়ে তুমি মুগ্ধ
তুমি বললে
কী সূক্ষ্ম, কী বিচিত্র তাদের হাতের কাজ।

রুস্তম পাশার মসজিদ,
তার গায়ে রশির দোকান
শ'য়ে শ'য়ে উজানী নৌকো
আর মরুচারী অসংখ্য খচ্চরের জন্যে
রশির দোকানে তারা বেচে
রাশীকৃত দড়ি, সূতো আর ব্রোঞ্জ-গলানো ঘণ্টা।

জেলের ফটক,
মোল্লা জাফের,
দূরে মেছোহাট,
আর মেওয়ার কারবারী…
ফলের জেটির কাছাকাছি আমরা।

নৌকো আর শাদা পালে
রোদে-ঝল্‌সানো তরমুজের খোসায়
সনাক্ত সেই সমুদ্রের জন্যে আমি উন্মুখ।

পেছনে বাঁদিকের টায়ার ফুটো হ'ল কি ?
নেমে দেখি…

একবার ফলের জেটি থেকে টিকিয়ে-চলা বজ্‌রায়
আমরা গিয়েছিলাম ইয়ুপের কল্পতরু কূপে।
হাত দুটো তার ছোট্ট আর গোলগাল
আর তার পা দুটো ঈষৎ বাঁকা
কিন্তু চোখ জোড়া তার সবুজ জলপাইয়ের মত
আর অর্ধচন্দ্রের মত বাঁকানো তার ভুরু
গলায় শাদা ওড়না জড়ানো
রুস্তম পাশার মসজিদে যেই এলাম…
ফুটো চাকা থেকে হাওয়া বেরোচ্ছে ;

যদি এই মুস্কিলের কোন আশান না হয়…
চলো দেখা করি মোল্লা জাফেরের সঙ্গে।

তিন নম্বর ট্রাক গেল থেমে।
অন্ধকার,
জ্যাক্‌,
পাম্প,
হাত,
তার শাপান্তকারী হাত, ক্রুদ্ধ কারণ শাপান্ত করতে হচ্ছে।
টায়ার আর পুরনো চাকা ঠিক করতে করতে
আহম্মদের মনে পড়ল :
এক রাত্রে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত নানীকে
এক চৌকী থেকে অন্য চৌকীতে
বেচারা নানী…

ভেতরকার টিউব্‌টা ফেটে চৌচির
ফাল্‌তু কোন
টায়ার নেই।
নির্জন পাহাড়ে চেঁচিয়ে কাউকে ডাকবে ?
সুলেমানি থেকে তুমি এসেছো, আহম্মদ, বাছা আমার।
তিন নম্বর এই ট্রাকের ভার দিয়েছে একা তোমায়।
আর মনে করো সেই ভেড়ার কথা
নিজের ঠ্যাঙে জড়িয়ে যাকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল।
সুলেমানির ড্রাইভার আহম্মদ, খুলে ফেল তোমার জামাকাপড়।
বিবস্ত্র হল সে
কোট, পাজামা, জাঙিয়া, শার্ট, লাল চাদর
শুধু আহম্মদের পায়ের জুতো জোড়া ছাড়া সব কিছুই

টায়ারের পেটে গিয়ে
প্লেট উঁচু হ'ল।

এ এক ধ্রুপদী আলাপ।
বন্দরের গায়ে শহর
তার শাদা ওড়না।...

ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে চলেছি।
পুরনো ট্রাক সামলে ভাই,
সামলে চলো যেন পাহাড়গুলো দেখতে পায়
উলঙ্গ দিগম্বর আহম্মদকে।

হে আমার সিংহ-হৃদয়! সামলে চলো
কোন মানুষ
কোন যন্ত্রকে
কোনদিন এত ব্যাকুল আশা নিয়ে
ভালবাসেনি।

জেলখানার চিঠি

প্রিয়তমা আমার
তোমার শেষ চিঠিতে
    তুমি লিখেছো :
মাথা আমার ব্যথায় টন্‌টন্‌ করছে
    দিশেহারা আমার হৃদয়।
    তুমি লিখেছো :
যদি ওরা তোমাকে ফাঁসী দেয়
    তোমাকে যদি হারাই
        আমি বাঁচব না।

তুমি বেঁচে থাকবে, প্রিয়তমা বধূ আমার
আমার স্মৃতি কালো ধোঁয়ার মত হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে
তুমি বেঁচে থাকবে, আমার হৃদয়ের রক্তকেশী ভগিনী,
বিংশ শতাব্দীতে
    মানুষের শোকের আয়ু
        বড় জোর এক বছর।
মৃত্যু...
দড়ির এক প্রান্তে দোদুল্যমান শবদেহ
আমার কাম্য নয় সেই মৃত্যু।
কিন্তু প্রিয়তমা আমার, তুমি জেনো
    জল্লাদের লোমশ হাত
        যদি আমার গলায়
            ফাঁসীর দড়ি পরায়
নাজিমের নীল চোখে
    ওরা বৃথাই খুঁজে ফিরবে
                ভয়।

অন্তিম উষার অস্ফুট আলোয়
আমি দেখব আমার বন্ধুদের, তোমাকে দেখব
আমার সঙ্গে কবরে যাবে
শুধু আমার
এক অসমাপ্ত গানের বেদনা।

বধূ আমার,
তুমি আমার কোমলপ্রাণ মৌমাছি
চোখ তোমার মধুর চেয়েও মিষ্টি।
কেন তোমাকে আমি লিখতে গেলাম
ওরা আমাকে ফাঁসী দিতে চায়
বিচার সবে মাত্র শুরু হয়েছে
আর মানুষের মুণ্ডুটাতো বোঁটার ফুল নয়
ইচ্ছে করলেই ছিঁড়ে নেবে।

ও নিয়ে ভেবো না
ওসব বহু দূরের ভাবনা
হাতে যদি টাকা থাকে
আমার জন্যে কিনে পাঠিও গরম একটা পা জামা
পায়ে আমার বাত ধরেছে।
ভুলে যেও না
স্বামী যার জেলখানায়
তার মনে যেন সব সময় ফূর্তি থাকে।

বাতাস আসে, বাতাস যায়
    চেরীর একই ডাল একই ঝড়ে
        দুবার দোলে না।
গাছে গাছে পাখীর কাকলি
পাখাগুলো উড়তে চায়।
জানলা বন্ধ :
    টান মেরে খুলতে হবে।

আমি তোমাকে চাই :
তোমার মতই রমণীয় হ'ক জীবন
আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তমার মত।...

আমি জানি, দুঃখের ডালি
    আজও উজাড় হয়নি
কিন্তু একদিন হবে।

৩

নতজানু হয়ে আমি চেয়ে আছি মাটির দিকে
উজ্জ্বল নীল ফুলের মঞ্জরিত শাখার দিকে আমি তাকিয়ে
তুমি যেন মৃন্ময়ী বসন্ত, আমার প্রিয়তমা
    আমি তোমার দিকে তাকিয়ে।

মাটিতে পিঠ রেখে আমি দেখি আকাশকে
তুমি যেন মধুমাস, তুমি আকাশ
    আমি তোমাকে দেখছি, প্রিয়তমা।

রাত্রির অন্ধকারে, গ্রামদেশে শুকনো পাতায় আমি জ্বালিয়েছিলাম আগুন
    আমি স্পর্শ করছি সেই আগুন

নক্ষত্রের নীচে জ্বালা অগ্নিকুণ্ডের মত তুমি
    আমার প্রিয়তমা, তোমাকে স্পর্শ করছি।

আমি আছি মানুষের মাঝখানে, ভালবাসি আমি মানুষকে
ভালবাসি আন্দোলন,
ভালবাসি চিন্তা করতে,
আমার সংগ্রামকে আমি ভালবাসি
আমার সংগ্রামের অন্তঃস্থলে মানুষের আসনে তুমি আসীন
    প্রিয়তমা আমার, আমি তোমাকে ভালবাসি।

৪

রাত এখন ন'টা
ঘণ্টা বেজে গেছে ঘুমটিতে
    সেলের দরোজা তালাবন্ধ হবে এক্ষুনি।
এবার জেলখানায় একটু বেশী দিন কাটল
    আট্টা বছর।

বেঁচে থাকায় অনেক আশা, প্রিয়তমা
তোমাকে ভালবাসার মতই একাগ্র বেঁচে থাকা।
কী মধুর, কী আশায় রঙীন তোমার স্মৃতি।...
কিন্তু আর আমি আশায় তুষ্ট নই,
আমি আর শুনতে চাই না গান
আমার নিজের গান এবার আমি গাইব।

আমাদের ছেলেটা বিছানায় শয্যাগত
বাপ তার জেলখানায়
তোমার ভারাক্রান্ত মাথাটা ক্লান্ত হাতের ওপর এলানো
আমরা আর আমাদের এই পৃথিবী একই সূচ্যগ্রে দাঁড়িয়ে।

দুঃসময় থেকে সুসময়ে
মানুষ পৌঁছে দেবে মানুষকে
আমাদের ছেলেটা নিরাময় হ'য়ে উঠবে
তার বাপ খালাস পাবে জেল থেকে
তোমার সোনালী চোখে উপচে পড়বে হাসি
আমরা আর আমাদের এই পৃথিবী একই সূচ্যগ্রে দাঁড়িয়ে

৫

যে সমুদ্র সব থেকে সুন্দর
তা আজও আমরা দেখিনি।
সব থেকে সুন্দর শিশু
আজও বেড়ে ওঠেনি।
আমাদের সব থেকে সুন্দর দিনগুলো
আজও আমরা পাইনি।
মধুরতম যে-কথা আমি বলতে চাই
সে কথা আজও আমি বলিনি।

৬

কাল রাত্রে তোমাকে আমি স্বপ্ন দেখলাম
মাথা উঁচু ক'রে
ধুসর চোখ তুলে তুমি আছো আমার দিকে তাকিয়ে
তোমার আর্দ্র ওষ্ঠাধর কম্প্যমান
কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না।

কৃষ্ণপক্ষ রাত্রে কোথাও আনন্দ সংবাদের মত ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ
বাতাসে গুন্ গুন্ করছে মহাকাল
আমার ক্যানারীর লাল খাঁচায়

গানের একটি কলি,
লাঙল-চষা ভুঁইতে
মাটির বুক ফুঁড়ে উদ্গত অঙ্কুরের দুরন্ত কলরব
আর এক মহিমান্বিত জনতার বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত ন্যায্য অধিকার।
তোমার আর্দ্র ওষ্ঠাধর কম্পমান
    কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম না।

আশাভঙ্গে অভিশাপ নিয়ে জেগে উঠলাম।
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বইতে মুখ রেখে।
    অতগুলো কণ্ঠস্বরের মধ্যে
তোমার স্বরও কি আমি শুনতে পাইনি?

হয়ত

হয়ত আমি
　　　সেই দিনের
　　　　　　ঢের আগেই
সাঁকোটার এক প্রান্তে ঝুলতে ঝুলতে
নীচের বাঁধানো সড়কে আমার ছায়া ফেলব

হয়ত আমি
　　　সেই দিনের
　　　　　　অনেক পরে
পরিষ্কার কামানো চিবুকে পাকা দাড়ির আভাষ নিয়ে
　　　　　　তখনও বেঁচে থাকব

আর আমি
　　　সেই দিনের অনেক পরেও
　　　　　　　　　　যদি বেঁচে থাকি
শহরের এ-পার্কে ও-পার্কে
　　　পাঁচিলে হেলান দিয়ে
ছুটির দিন সন্ধ্যে হলেই বেহালায় সুর ভাঁজব
সেই বুড়ো লোকগুলোর জন্যে, যারা আমাদেরই মত
　　　শেষ লড়াই ফতে ক'রে টিঁকে আছে

আমাদের ঘিরে অবাক রাত্রের আলোকিত ফুটপাথ
আর নতুন গানে মুখর নতুন মানুষের পদচিহ্ন।

আমি জেলে যাবার পর

জেলে এলাম সেই কবে
    তারপর দশবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছে পৃথিবী।
পৃথিবীকে যদি বলো, সে বলবে—
    "কিছুই নয়,
        অণুমাত্র কাল।"
    আমি ব'লব—
    "আমার জীবনের দশটা বছর।"
যে বছর জেলে এলাম
    একটা পেন্সিল ছিল
লিখে লিখে ক্ষইয়ে ফেলাতে এক হপ্তাও লাগেনি।
পেন্সিলকে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে :
    "একটা গোটা জীবন।"
আমি ব'লব :
    "এমন আর কী, একটা মাত্র সপ্তাহ।"

যখন জেলে গেলাম
    খুনের আসামী ওসমান
        কিছুকাল ছাড়া পেল
    তারপর চোরাই চালানের দায়ে
        ঘুরে এসে ছ'মাস কয়েদ খেটে আবার খালাস হ'ল
    কাল তার চিঠি পেলাম বিয়ে হয়েছে তার
        আগামী বসন্তে ছেলের মুখ দেখবে।

আমি জেলে আসবার সময়
    যে সন্তানেরা জননীর গর্ভে ছিল
        আজ তারা দশ বছরের বালক।

সেদিনকার রোগা ঠ্যাং-লম্বা ঘোড়ার বাচ্চাগুলো
বেশ কিছুদিন হ'ল রীতিমত নিতম্বিনী ঘোড়ায় পরিণত হয়েছে
কিন্তু জলপাইয়ের জঙ্গল আজও সেই জঙ্গল
আজও তারা তেমনি শিশু।
আমি জেলে যাবার পর
দূরবর্তী আমার শহরে জেগেছে নতুন নতুন পার্ক
আর আমার বাড়ীর লোকগুলো
এখন উঠে গেছে অচেনা রাস্তায়
যে বাড়ী আমি কখনো চোখেও দেখিনি।

যে বছর আমি জেলে এসেছিলাম
রুটি ছিল তুলোর মত শাদা
তারপর এই রেশনের যুগ
এখানে এই জেলখানায়
লোকগুলো মুঠিভর রুটির জন্যে হন্যে হ'ল
আজ আবার অবাধে কিনতে পারো
কিন্তু কালো বিস্বাদ সেই রুটি।
যে বছর আমি জেলে এলাম
দ্বিতীয় যুদ্ধের সবে শুরু
দাচাউ-এর শ্মশান-চুল্লী তখন জ্বলেনি
তখনও অ্যাটম বোমা পড়েনি হিরোশিমায়।
টুঁটি-টেপা শিশুর রক্তের মত সময় বয়ে গেল
তারপর সমাপ্ত সেই অধ্যায়
আজ মার্কিন ডলারে শোনো তৃতীয় মহাযুদ্ধের বোল।

কিন্তু আমি জেলে যাবার পর
আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল হয়েছে দিন।
আর অন্ধকারের কিনার থেকে
ফুটপাথে তাদের ভারী হাতের ভর দিয়ে
তারা অর্ধেক উঠে দাঁড়িয়েছে।

আমি জেলে যাবার পর
সূর্যকে দশবার প্রদক্ষিণ করেছে পৃথিবী
আর আমি বারম্বার সেই একই কথা বলছি
জেলখানায় কাটানো দশটা বছরে
যা লিখেছি সব তাদেরই জন্যে

তাদেরই জন্যে, যারা মাটির পিঁপড়ের মত
সমুদ্রের মাছের মত, আকাশের পাখীর মত অগণিত,
যারা ভীরু, যারা বীর
যারা নিরক্ষর, যারা শিক্ষিত
যারা শিশুর মত সরল
যারা ধ্বংস করে
যারা সৃষ্টি করে
কেবল তাদেরই জীবনবৃত্তান্ত মুখর আমার গানে।
আর যা কিছু
—ধরো, আমার জেলের দশটা বছর—
শুধুমাত্র কথার কথা।

ক্ষমা করব না

তোমার বীভৎস হাত দুটো ক্ষতের ওপর চাপা
যতক্ষণ না রক্ত বার হয়
দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাম্‌ড়ে
দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করো।
এখন আশা বলতে শুধুমাত্র
একটা কর্কশ চীৎকার।
দাঁত আর নখ দিয়ে
ছিনিয়ে নিতে হবে জয়
আমরা কিছুই ক্ষমা করবো না।

দিনগুলি মেঘাচ্ছন্ন
মৃত্যুর খবর দিচ্ছে দিনগুলি
দুশমনেরা নিষ্ঠুর
হৃদয়হীন শয়তান।
লড়াইতে প্রাণ দিচ্ছে আমাদের লোকগুলো
—অথচ বাঁচবার কথা তাদেরই—
আমাদের লোকগুলো মরছে
—কাতারে কাতারে—
যেন গান আর পতাকা নিয়ে
ছুটির দিনে তারা মিছিলে বেরিয়েছে
কী অল্প বয়েস
কী বেপরোয়া…

দিনগুলি মেঘাচ্ছন্ন
মৃত্যুর খবর দিচ্ছে দিনগুলি।
নিজের হাতে আমরা সুন্দরতম পৃথিবীগুলোকে পুড়িয়েছি
কেঁদে কেঁদে চোখে আর কান্না নেই
আমাদের খানিক বিষণ্ন, খানিক রুক্ষ ক'রে রেখে
চোখের জল শুকিয়েছে।
তাই আমরা ভুলে গিয়েছি
কেমন ক'রে ক্ষমা করতে হয়
রক্তের নদী উজিয়ে
আমাদের নিশানা
দাঁত আর নখ দিয়ে
ছিনিয়ে নিতে হবে জয়
কিছুই আমরা ক্ষমা করব না।

১৯৪১

বিংশ শতাব্দী

"চলো ঘুমনো যাক, প্রিয় আমার,
    ওঠা যাবে আবার একশো বছর পরে।...."

"না
আমি বেইমান নই,
এ শতাব্দী আমার বিভীষিকা নয়।
ছন্নছাড়া আমার শতাব্দী
                লজ্জায় আরক্তিম
দৃপ্ত আমার এই শতাব্দী
                মহিমান্বিত
                মহারথী।
বড় বেশী আগে জন্মেছি ব'লে কখনও বিলাপ করিনি
আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ
আমার গর্ব
আমি এখানে আছি,
আমার দেশের মানুষের মাঝখানে
নতুন পৃথিবীর মুখচেয়ে আমি লড়ছি
                আবার কি চাই..."

"একশো বছর পর, প্রিয় আমার"....

"না, বেশী দেরী নেই
সব কিছু সত্ত্বেও
আমার শতাব্দী প্রতি মুহূর্তে মরে গিয়ে আবার নতুন জন্ম নিচ্ছে
আমার শতাব্দীর অন্তিম দিনগুলো বড় সুন্দর হবে
আমার শতাব্দী সূর্যালোকে ঠিক্‌রে পড়বে, আমার প্রিয়,
                ঠিক তোমার চোখের মত।"

১৯৪৮

তুমি আমি

আমরা একটি আপেলের আধখানা
বাকি আধখানা আমাদের এই বিরাট পৃথিবী
আমরা একটি আপেলের আধখানা
বাকি আধখানা অগণিত মানুষ
তুমি একটি আপেলের আধখানা
বাকি আধখানা আমি
তুমি আর আমি।

অক্টোবর ১৯৪৯

ভুখ হরতালের পাঁচ দিনের দিন

যে কথা আমি বলছি
যদি নিজে গিয়ে তোমাদের বলতে না পারি
ভাই,
তোমরা আমার দোষ নিও না।
চুলে আমার পাক ধরেছে, মাথাও একটু টলছে
নেশায় নয়
এই এতটুকু একটু ক্ষিধেয়।

ভাই,
তোমরা যারা ইউরোপের, যারা এশিয়ার, যারা আমেরিকার
আমি জেলেও নই, ভুখ হরতালীও আমি নই
আজ এই মে মাসে, আমি ঘাসের ওপর শুয়ে—এখন রাত্রি
আমার শিয়রের কাছে তোমাদের চোখ নক্ষত্রের মত জ্বল্‌ছে
আমার মুঠোয় তোমাদের হাত
যেন আমার জননীর
যেন প্রিয়তমার
যেন জীবনের।

আমার ভাই,
তোমরা দূরে থেকেও আমাকে কখনও ছেড়ে যাওনি।
না আমাকে, না আমার দেশকে, না আমার দেশের মানুষগুলোকে।
আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি
তেমনি তোমরাও আমার যা কিছু আপন তাকে ভালোবাসো।

আমার ধন্যবাদ নাও, ভাই, ধন্যবাদ।

ভাই,
আমি মরতে চাই না।
যদি আমি খুন হই
তবু তোমাদের মধ্যে বেঁচে থাকব, আমি জানি।
আরাগঁর কবিতায় আমি থাকব
—যে কবিতায় মধুর আগামী দিনের স্তবগাথা।

আমি থাকব পিকাসোর শ্বেতকপোতে
রোবসনের গানের মধ্যে আমি থাকব
থাকব সমস্ত চরাচর জুড়ে
আরও রমণীয় হয়ে।
সহযোদ্ধার বিজয়ী হাসির মধ্যে আমি থাকব
থাকব মার্সাইয়ের ডক মজুরদের মধ্যে।
অকপটে আমি বলছি, ভাই
আমি সুখী, নববধূর মত সুখী।

১৯৫০

দুশমন

ওরা দুশমন বাস্তার জোলা রেজেপের
দুশমন ওরা কারাবুক কারখানার ফিটার মিস্ত্রী হাসানের।
ওরা দুশমন গরীব চাষী মেয়ে হাটচে-র
দুশমন ওরা ক্ষেতমজুর সুলেমানের।
ওরা তোমার দুশমন, আমার দুশমন
প্রত্যেক বুঝদার মানুষেরই ওরা দুশমন।
আমাদের পিতৃভূমি—এই সব লোক যার বাসিন্দা
ওরা, প্রিয়তমা আমার, আমাদের পিতৃভূমির শত্রু।

ওরা আশার দুশমন, প্রিয়তমা আমার,
স্রোতের জলের
ফলভারাবনত গাছের
প্রসারিত উন্নত জীবনের ওরা দুশমন।

ওদের ললাটে মৃত্যুর চাপরাশ
—ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত, গলে' পড়া দেহ
ওরা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে,
যাবে আর আসবে না।

প্রিয়তমা আমার, নিশ্চয় জেনো
এই সুন্দর দেশে
স্বাধীনতা মনের সুখে চলবে ফিরবে,
জমকালো পোষাক গায়ে দিয়ে
মজুরের পোষাক প'রে হাঁটবে।

'তুমি আমার দেশ'

তুমি মাঠ

আমি ট্র্যাক্টর

তুমি কাগজ

আমি টাইপ-রাইটার

বধূ আমার

আমার সন্তানের জননী

তুমি গান

আমি গীটার

আমি সিক্তপ্রায়, উষ্ণ, ঝড়ো-হাওয়ার সন্ধ্যা

বন্দরে ভ্রাম্যমান তুমি নারী

বাতি-জ্বলা ওপারে তোমার দৃষ্টি।

আমি জল

অঞ্জলি ভ'রে তুমিই তা পান করো।

আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই

জান্‌লা খুলে তুমিই আমাকে ডাকো।

তুমি চীন

আমি মাও সে-তুঙের বাহিনী।

তুমি ফিলিপাইনের চতুর্দশী বালিকা

এক মার্কিন খালাসীর কবল থেকে

আমি তোমাকে রক্ষা করছি।

এক পাহাড়ের চূড়ায় তুমি আনাতোলিয়ার একটি গ্রাম

তুমি আমার সব থেকে রূপবতী মহিমান্বিত নগরী

তুমি আর্ত চীৎকার,

তুমি আমার দেশ।

যে পদচিহ্ন তোমাকে খুঁজছে,

সেতো আমারই।

সকাল

আমি জেগে উঠলাম।
তুমি কোথায়?
তোমার নিজের ঘরে।
নিজের ঘরে ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে
এখনও অভ্যস্ত হ'তে পারো নি।
তেরো বছর জেলে থাকবার
এই হচ্ছে বিশ্রী হাল।

তোমার পাশে কে শুয়ে?
দেবশিশুর মত গভীর ঘুমে অচেতন।
একাকিত্ব নয়, তোমার স্ত্রী
সন্তানসম্ভবা নারী।

ক'টা বাজে এখন?
সকাল আটটা
তাহলে সন্ধ্যে পর্যন্ত তুমি নিরাপদ
কারণ, দিনের বেলায়
পুলিশেরা সচরাচর
বাড়ীতে হানা দেয় না।

১৯৫১

বিকেলের হাওয়ায়

এখন তুমি জেলখানার বাইরে।
তুমি ছাড়া পাবার পরই
সন্তানসম্ভবা তোমার স্ত্রী।

বাহুতে বাহু মিলিয়ে
কাছেই বেরোলে তোমরা বিকেলের হাওয়ায়।
নাকের দিকে ঠেলে উঠেছে পেট
পবিত্র ভার বহনের কী মধুর ভঙ্গিমা।
বাতাস ঠাণ্ডা
শীত-লাগা শিশুর হাতের মত ঠাণ্ডা
দুই হাতের তালুর উষ্ণতায় তুমি তাকে চাইছ
উত্তাপ দিতে।

পাড়ার বেড়ালগুলো ভিড় করেছে কশাইয়ের দরজায়
চুলে সযত্নে পাতা কেটে তার বউ ওপরতলায় দাঁড়িয়ে
জান্‌লার ঝন্‌কাঠে তার স্তনযুগ
ঘনায়মান সন্ধ্যাকে সে দেখছে।

আধো-ছায়া আধো-আলো আকাশে মেঘ নেই
ঠিক মাঝখানে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে সন্ধ্যাতারা
টলটলে এক গ্লাস জলের মত ঝক্‌ঝকে।
এবার নিদাঘ বড় দীর্ঘ
মাল্‌বেরির গাছ হলুদবর্ণ হলেও
ডুমুর ফল এখনও সবুজ।

ছাপাখানার কারিগর শাহাপ, আর গয়লা ইয়ানির ছোট মেয়েটা
আঙুলে আঙুল জড়িয়ে
এখন বেড়াতে গেছে বিকেলের হাওয়ায়।

কাবারেতের মুদিখানায় জ্বলেছে সন্ধ্যে।
আজও ক্ষমা করেনি এই আর্মেনী লোকটি
কুর্দি পাহাড়ে তার খুন হওয়া বাপের আততায়ীদের।
কিন্তু সে তোমাকে ভালবেসেছিল
কেননা তুমিও তাদের ক্ষমা করোনি
তুর্কি জাতির মুখে যারা মাখিয়েছে কলঙ্কের চুণকালি।
এ পাড়ার ক্ষয়রুগীরা
পঙ্গু বিছানায় শুয়ে
শার্সি-আঁটা জান্‌লার ওপারে তাকিয়ে আছে।
ধোপানী হুরিয়ে-র ছেলেটা
বিষণ্ণতা ঘাড়ে ক'রে
চলেছে কফিখানায়।

রহমী বে-র বেতারে
খবর বলছে :
দূর প্রাচ্যের কোন দেশে
হল্‌দে চাঁদের মত গোলমুখ মানুষ
এক শ্বেতকায় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে।
নিজের ভাইদের মারতে
সেই দূর দেশে ওরা পাঠিয়েছে
তোমার দেশের, তোমার জাতের
চার হাজার পাঁচ শো মহম্মদকে।

ক্রোধে আর লজ্জায়
আরক্ত তোমার মুখ

ওপর-ওপর ভাসা-ভাসা নয়।
একান্ত আপন
অসহায় এক বিষণ্ণতা।
পেছন থেকে মুখ থুবড়ে ওরা মাটিতে ফেলে দিয়েছে
যেন তোমার স্ত্রীকে
আর সে হারিয়েছে তার গর্ভের সন্তান।
কিম্বা আবার তুমি জেলে গেছ
আর তারা সেপাইয়ের উর্দি-পরা চাষীদের বাধ্য করছে
চাষীদের পেটাতে।

হঠাৎ অতর্কিত রাত্রি
বিকেলের বেড়ানো শেষ।
চেয়ে দেখ, তোমাদের রাস্তার দিকে মোড় নিল
পুলিশের একটা গাড়ী
আর তোমার স্ত্রী ফিস্‌ফিসিয়ে বলল :
—আমাদের বাড়ীতে নয় তো?